ঠাকুর যেমন চান...

অমিত ভট্টাচার্য্য

রাত দুটোয় ঘুম ভেঙ্গে গেল স্বাধীনের। ছেলের ঘরে আলো। বয়স সতেরো। ক্লাস ইলেভেন। ছেলেকে ডাকলো, বাবাই, বাবাই...। সাড়া নেই। ঘুমিয়ে পড়েছে বোধহয়। বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল। বাথম সেরে উঁকি মেরে দ্যাখে, হ্যাঁ, যা ভেবেছিল ঠিক তাই। ঘুমিযে পড়েছে। আহা, কপালের ওপর একটা মশা তার ছেলের রক্তে স্বাস্থ্যবান হয়ে উঠেছে। খোলা বই-এর পাতা আর খাতা। স্বাধীনের মনে পড়ে—এক সময় এই সব দিনে পড়াশুনো হত না। নইলে ঠাকুরকে পুজো দেবে কে? উনি রেগে যেতে পারেন। আর রাগলেই ফেল। তাই রাতও জাগতে হত। ঠাকুরের পাশে বসে আড্ডা। আড্ডাও শিক্ষার অঙ্গ। খিদে পেলে পাউটি আলুরদম। ঘুম ছাড়াতে দল বেঁধে পাশের প্যান্ডেল পর্যন্ত পায়চারি। ঘুরে এসে হাই। চেয়ার টেনে গল্পের চেষ্টা। গল্পে গল্পে ঘুম। মশার কামড়। ভোর ভোর চাদর টেনে ঘুমে কাদা। ভোরবেলা যে আগে উঠবে, ঠাকুরের পাশে রাখা বাঁশের মত আখটা তার। তা দিয়ে গুঁতো মেরে বন্ধুদের ঘুম থেকে তোলা। "পুরানো সেই দিনের কথা"। ভাবতে ভাবতে ছেলের চোখের চশমা খুলতে গেল। ধড়মড় করে উঠে বসল ছেলে। ঘুম চোখে কাঁদো কাঁদো স্বরে বলল, বইগুলো তুলে দিলে কেন?— ঘুম পাচ্ছে যখন, ঘুমিয়ে পড় না। কাল সকালে উঠে, আবার না হয় পড়িস্।— কি যে বল! কোর্সই শেষ হচ্ছে না। স্বাধীন ভাবল, গুঁতো দেওয়ার বন্ধু নেই তো কি? খোদ সরস্বতীর গুঁতো খায় এরা। তাই বলতেও হয় না, ওরে পড়তে বোস্। ঠাকুরের চাহিদা পাল্টেছে। আগে পড়া পরে পুজো।

এই নতুন চাহিদাতেই ভাল হারিয়েছিল ও বাড়ির অমন হাসিখুসি মার্কা ছেলেটি। সেই থেকে কেরোসিন আর দেশলাই দেখলেই স্বাধীনের ঘাম হয়। মাথা ঘোরে। তাই সেসব লুকিয়ে ফেলে। আবার ভাবে, তাহলে তো বাড়ির ছাদ, মেট্রো স্টেশন সবই ভেঙ্গে ফেলতে হয়। মাঝেমাঝে ছেলেকে বোঝায়, "যতটা পারবি ততটাই ভাল বুঝলি। আমার কোন চাহিদা নেই"। সে বলে "তোমার নেই তো কি, আমার আছে। মাও বলেছে ভালো হলে মোটর বাইক। নইলে.. "নইলে কি?—কিছু না। সে আবার বই-এ মন দেয়। স্বাধীন তখন ছেলের মুখের দিকে চেয়ে তার মন পড়ার চেষ্টা করে নিজের উদ্বেগটুকু নিয়ে। তার স্ত্রী বলেছিল, 'প্রেসারটা একবার চেক করিয়ে নাও।" মুখে কিছু বলেনি, তবে মনে মনে ভেবেছে প্রেসার তো তোমাদের। আমারটা তো বাইপ্রোডাক্ট।

ডাক্তারবাবুর ছেলেও ডাক্তারবাবু। আহা, কি সুখের সংসার। গত মাসে খুব ঘটা করে বিয়ে দিলেন। প্রেসার মাপতে মাপতে বললেন, "ছেলে বড় হোক, কে না চায়। কিন্তু আপনি তো দেখছি উল্টো মশাই, ওভাবে আগলে আগলে রাখলে চলে? তাছাড়া...। তাছাড়া কি? ছেলের প্রসঙ্গে সব কথাতেই স্বাধীন আজকাল কেমন চমকে ওঠে!—শেষ পর্যন্ত তো আর আপনার বাবাগিরি চলবে না। বিয়ের পর নতুন অভিভাবক এলে ,আপনি কে মশাই? কথা বলতে বলতেই প্রেসারের যন্ত্রটার দিকে তাকিয়ে থেমে গেলেন। বললেন, "ভালোই তো বাড়িয়েছেন দেখছি"।—আমার প্রেসারের মতই যেন আয়ু হয় আমার ছেলের। ওপরেরটা না হয় তো তলার হলেও চলবে। আর কিছু চাই না আমি"। স্বাধীনের কথা শুনে কান থেকে স্টেথোর নল দুটো খুলে, পটলের মত রাবারের বলটা হাতের তালুতে আলগা করে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন ডাক্তারবাবু, একটু খুঁটিয়ে। তারপর যন্ত্রপাতি গোছাতে গোছাতে নিজের অভ্যেস মত সুর করে বিড়বিড় করলেন "ঠাকুর যেমন চান"।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com